# একক ১১ ❐ আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ ট্যালকট পারসন্‌স্‌

১১.৩.১সামাজিক বিন্যাস

১১.৩.২ সামাজিক বিবর্তন

১১.৪ রবার্ট কে মার্টন

১১.৪.১ কাঠামো উপযোগীতাবাদ

১১.৫ সি. রাইট মিল্‌স্‌

১১.৫.১ নব সমাজতত্ত্ব

১১.৫.২ ক্ষমতাবান এলিট

১১.৫.৩ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা

১১.৬ সারাংশ

১১.৭ অনুশীলনী

১১.৮ উত্তরমালা

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

## ১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন। সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ট্যালকট পারসন্‌স (Talcott Persons) -এর সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রবার্ট মার্টন এর (Robert Merton)-কাঠামো উপযোগীতাবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন ও কাঠামো উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সাহায্যে আপনার চারিদিকে ঘটমান সামাজিক বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সি. রাইট মিল্‌স্‌ (C. Wright Mills)-এর নব সমাজতত্ত্ব, ক্ষমতাবান এলিট ও সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার ধারণাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক চর্চিত ও জনপ্রিয় তিনজন সমাজতাত্ত্বিকের অবদান নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত, ট্যালকট পারসনস্ ঃ আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ট্যালকট পারসন্স্ কিভাবে তাঁর সামাজিক বিন্যাস ও সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিক আলোচনাকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন-এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হবে কর্তার বিবিধ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা পরিবর্তনশীল ধরনের ধারণাটিও।

পরবর্তী সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে মার্টন ঃ তুলনায় অধিকতর আধুনিক ও বাস্তবমুখী মার্টন বহুক্ষেত্রেই পারসন্স্কে অতিক্রম করে গেছেন কাঠামো উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকটির বিচারে। এই এককে মার্টনের মধ্যমান তত্ত্ব, ক্রিয়া, অপক্রিয়া, অনক্রিয়া, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া (ক্রিয়া ও উপযোগীতা একই অর্থে) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা বুঝবার চেষ্টা করবো বিধিশূন্যতার তত্ত্বের মধ্যে মার্টনের ক্রিয়াবাদী বা উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সফল প্রয়োগের বিষয়টিও।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিতর্কিত (সম্ভবত অধিকতম আলোচিত) সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিলস্ এর অবদান বর্তমান এককে আমাদের শেষ আলোচ্য বিষয়। নব সমাজতত্ত্ব, ক্ষমতাবান এলিটের পাশাপাশি মিলস্ এর খ্যাতি মূলত তাঁর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা তত্ত্বের মৌলিকতায়। মানবতাবাদী সমাজতত্ত্বের একজন পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। এই এককে স্বল্পায়ু এই সমাজতাত্ত্বিকের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বিকাশে বিস্তৃত অবদান সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

## ১১.৩ ট্যালকট পারসন্স্ (Talcott Parsons) (১৯০২-১৯৭৯) ঃ

বিংশ শতাব্দীর সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ট্যালকট পারসনস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন ও জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। আধুনিক সমাজ, সংস্কৃতি ও মানব বিবর্তন বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবার প্রয়োজনে সমাজতত্ত্বে তিনি একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এটি হ'ল ক্রিয়বাদী তত্ত্ব (action theory)। এই তত্ত্ব রচনায় তিনি এমিল ডুর্কহাইম (Emile Durkheim), ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber) ও সিগমণ্ড ফ্রয়েডের (Sigmond Freud) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী (structural functionalist) সমাজতাত্ত্বিক। প্রধানত এই উপযোগীতাবাদী চিন্তাভাবনার কারণেই শুধু সমাজতত্ত্ব নয়, সমগ্র সমাজবিজ্ঞানেই পারসন্স্ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছেন। আবার একই সঙ্গে এই উপযোগীতাবাদই তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত অবদান এবং তাঁর বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার লক্ষ্য। সমাজতত্ত্বে প্রথিতযশা এই সমাজতাত্ত্বিকের মূল অবদানগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

### ১১.৩.১ সামাজিক বিন্যাস (Social System)

সামাজিক বিন্যাসের আলোচনা পারসন্স্ শুরু করেন ক্রিয়া (action) ধারণাটি বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে।

মানুষের সব ধরনের ব্যবহার, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত, সচেতন বা অসচেতন যাই হোক না কেন, পারসন্স্-এর মতে ক্রিয়া তাকেই বলে। শুধুমাত্র দৃশ্যমান ব্যবহারই নয়, চিন্তাভাবনা, অনুভব বা আশা-আকাঙ্খার মতো বিমূর্ত বিষয়গুলিও ক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত হয়।

তাঁর মতে, মানব-ক্রিয়ার একই সঙ্গে চারটি আলাদা প্রেক্ষাপট (context) রয়েছে। প্রথমত, জৈবিক প্রেক্ষাপট ঃ প্রাণীর শারীরবৃত্তিয় ও স্নায়ুতান্ত্রিক অস্তিত্ব ও তদ্‌জনিত বিবিধ প্রয়োজন বা চাহিদা। দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটঃ ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়নের বিষয়। তৃতীয়ত, সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ কর্তা (actor) ও গোষ্ঠীর মধ্যে বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া, সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নের বিষয়। চতুর্থত, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটঃ-আদর্শ (norms), ব্যবহারের ধরন, মূল্যবোধ, মতাদর্শ, জ্ঞান প্রভৃতি, নৃতত্ত্ববিদ্যার অধ্যয়নের বিষয়।

মূর্ত ক্রিয়া সততই সর্বাঙ্গীন (concrete action is always total)- এর অর্থ তার ঐ চারটি প্রেক্ষাপটই বর্তমান থাকে। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্বার্থেই ঐ চারটি প্রেক্ষাপটকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়।

সামাজিক বিন্যাসের কাঠামো ঃ পারসন্স্কে কাঠামো-উপযোগীতাবাদ (structural functional theory) তত্ত্বের মুখ্য ব্যক্তিত্ব বলে মনে করা হয় তার কারণ সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক বিন্যাসের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি কাঠামো (structure) ও তার উপযোগিতা (function)- এই দুইটি ধারণার সাহায্যে করেছিলেন। তাঁর মতে, আদর্শ সংস্কৃতির (normative culture) প্রাতিষ্ঠানিক ধরনকে কাঠামো বলে। অন্য ভাবে বলা যায়। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (institutionalization) প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় কাঠামো। পারসন্স্ কাঠামোর স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তুলনামূলক অধিকতর স্থায়ী এই কাঠামোর চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এইগুলি নিম্নরূপঃ

১। **ভূমিকা (Roles)** ঃ বিবিধ গোষ্ঠীতে (collectivity) ব্যক্তির সদস্যপদ ও অংশগ্রহণের ধরন (উদাহরণ ঃ পিতা, শিক্ষক ইত্যাদির ভূমিকা)

২। **গোষ্ঠী (Collectivities)** ঃ কোনও একটি বিশেষ ভূমিকা বা মূল্যবোধ বা মতাদর্শকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলে।

৩। **আদর্শ (Norms)** ঃ ব্যবহারের কিছু নির্দ্দিষ্ট ধরনকে নিয়ম বা আদর্শ বলে।

৪। **মূল্যবোধ (Values)** ঃ সমগ্র বিন্যাস বা ব্যবস্থাটির কাঙ্খিত লক্ষ্যকে নির্দ্দিষ্ট করে মূল্যবোধ।

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াটি কিছু মূর্ত বা বাস্তব সামগ্রিক কাঠামোর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সচল থাকে। এই সমস্ত বাস্তব (মূর্ত) সামগ্রিক কাঠামোকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে। পরিবার ও আত্মীয়তা, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আইনী ব্যবস্থা সমূহকে এই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হ'ল।

সামাজিক বিন্যাসের উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণঃ কোনও ব্যবস্থায় কাঠামোগত উপাদানগুলি যদি স্থায়ী চরিত্রের হয় তবে উপযোগীতার ধারণা বা তৎসংক্রান্ত উপাদানগুলি গতিশীল বা পরিবর্তনশীল চরিত্রের হয়ে থাকে। পারসন্স্-এর মতে, প্রত্যেক সমাজব্যবস্থাকে চারটি ক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা বা উপযোগীতাবাদী সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। এইগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

১। **প্রথমত, অভিযোজন (Adaptation)**ঃ কোনও ব্যবস্থাকে (system) সর্বদাই বাইরের পরিবেশ পরিস্থিতির

সঙ্গে মানিয়ে/খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কোনও ব্যবস্থা যেমন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করে নেয় তেমনি প্রয়োজনে পরিবেশকেও পরিবর্তিত করে।

২। **লক্ষ্য পূরণ (Goal attainment)** ঃ লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির অর্থ নামেতেই পরিস্কার। সমগ্র ব্যবস্থা বা তার বিবিধ অংশগুলির উদ্দেশ্য চরিতার্থ বা পূরণ করাই লক্ষ্য পূরণ।

৩। **ঐক্য বা সংহতি (integration)** ঃ ব্যবস্থাভুক্ত বিবিধ অংশাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করাই এই উপযোগীতার লক্ষ্য। এর ফলে বিবিধ অংশগুলির নিজেদের মধ্যে এবং অংশ ও সামগ্রিকের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি গড়ে ওঠে।

৪। **আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষন (Pattern maintenance on Latency)** ঃ সমাজের মুখ্য মূল্যবোধের ধরন বা আদর্শ রূপকে রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সামাজিক কাঠামো হচ্ছে কোনও সমাজব্যবস্থার মূল ধরন, ফলত, এর রক্ষণাবেক্ষণ কোনও ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য কার্য বা উপযোগীতা। বিবিধ টানাপোড়েনের (tension) নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থার আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক।

পারসন্‌স্‌ তাঁর সামাজিক বিন্যাস এর আলোচনায় কাঠামোগত উপাদান, বাস্তব সামগ্রিক কাঠামো (সামাজিক প্রতিষ্ঠান) ও উপযোগীতা/ক্রিয়াগত উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন।

১। মূল্যবোধ নামক কাঠামোগত উপাদানটি পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজের মূল ধরন বা আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগীতা পূরণ করে।

২। আদর্শ বা নিয়ম নামক কাঠামোগত উপাদান আইন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বাস্তব সামগ্রিক কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ঐক্য বা সংহতিমূলক কার্য সম্পন্ন করে।

৩। গোষ্ঠী নামক কাঠামোগত উপাদান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে লক্ষ্য পূরণ কার্য সম্পূর্ণ করে।

৪। ভূমিকা নামক কাঠামোগত উপাদান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নামক বাস্তব কাঠামোর মাধ্যমে অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার কার্য সম্পন্ন করে।

এই সমন্বয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি পারসন্‌স্‌ বিবিধ কাঠামোগত বা বাস্তব (মূর্ত) সামাজিক কাঠামোগত বা ক্রিয়াগত উপাদান সমূহকে পারস্পরিক সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণের কৌশল বিদ্যা বা 'সংযোগ নিয়ন্ত্রণ বিদ্যা'র (cybernetics) আলোকে স্তরবিন্যস্ত করেন। এই স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় উচ্চস্তরে অবস্থানকারী উপাদানসমূহ তথ্যর (information) বিচারে অধিকতর শক্তিশালী কিন্তু কর্মশক্তির (energy) বিচারে দুর্বলতর। অপরদিকে, নিম্ন অবস্থানকারী উপাদানসমূহ তথ্যর বিচারে দুর্বলতর হ'লেও কর্মশক্তির বিচারে সবলতর। মানব ক্রিয়ার চারটি প্রেক্ষাপট, যথা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিকের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট স্তরবিন্যাসে সর্বোচ্চ স্থান দখলকারী, অর্থাৎ তথ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও কর্মশক্তিতে দুর্বলতম। পরবর্তী প্রেক্ষাপটসমূহ, যথাক্রমে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক, স্তরবিন্যাসে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে। একই রকম স্তরবিন্যাস কাঠামোগত উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে ও বর্তমান ক্ষেত্রে মূল্যবোধ, আদর্শ/নিয়ম, গোষ্ঠী ও ভূমিকাকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী বলা চলে। অনুরূপ স্তরবিন্যাস লক্ষ্যণীয় ক্রিয়া/উপযোগীতা সংক্রান্ত উপাদানসমূহের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে আদর্শ রূপ রক্ষণাবেক্ষণ সর্বোচ্চস্থান দখল করে ও ক্রমপর্যায়ে ঐক্য বা সংহতি লক্ষ্যপূরণ ও অভিযোজন স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে।

সামাজিক বিন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক ক্রিয়া'র ব্যাখ্যায় পারসন্‌স্‌ কর্তার (actor) পাঁচ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বলেন। ক্রিয়ার ধরনের পাঁচটি পরিবর্তনশীল ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। প্রতিটি একটি যুগ্ম বাছাই (binary choice) যা প্রত্যেক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে কর্তাকে এই পরস্পর বিপরীত ধর্মী যুগ্ম বাছাই-এর মধ্য থেকে একটাকে বেছে নিতে হয়। এই পাঁচ ধরনের যুগ্ম বাছাই থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কর্তাকে সর্বমোট পাঁচ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়। এদেরকে পরিবর্তনশীল ধরন (Pattern variables) বলে। এই পাঁচটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিম্নরূপঃ

১। আবেগ সর্বস্বতা বনাম আবেগহীনতা (affectivity versus affective neutrality) ঃ কর্তা কোনও সামাজিক বিষয়কে আবেগপূর্ণ বা আবেগহীন-কিভাবে দেখবে সেই দ্বন্দ্ব। যেমন, চিকিৎসক বোগীকে (রোগীর বাড়ির/নিজের লোকের মতো) আবেগ পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখবেন, না রোগীকে যথেষ্ট দূরত্বে রেখে আবেগহীন বা আবেগ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবেন-সেই দ্বন্দ্ব।

২। সুনির্দিষ্টতা বনাম পরিব্যাপ্ততা (specificity versus diffuseness) ঃ সামাজিক কোনও বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র (সুনির্দিষ্ট) অংশ অথবা সমগ্র অংশ (পরিব্যাপ্ত অংশ) থাকে। কর্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন্‌ অংশের উপর সে অধিক গুরুত্ব দেবে-সেই বিষয়টি।

৩। সর্বজনীনতা/সর্বব্যাপীতা বনাম বিশেষতা বা স্বতন্ত্রতা (universalism versus particularism) ঃ সামাজিক বিষয়গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার সমস্যা-সামাজিক বিষয়গুলি কর্তা একটি সাধারণ সর্বজনীন মান-এর নিরিখে বিচার করতে পারে অথবা বিশেষ কোনও মান-এর নিরিখে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে পারে-কর্তার দ্বন্দ্ব এখানেই।

৪। আরোপ বনাম অর্জন (ascription versus achievement) ঃ সামাজিক বিষয়গুলিকে আরোপিত বা অর্জিত কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করা উচিত -সেই দ্বন্দ্ব।

৫। আত্ম বনাম গোষ্ঠী (self versus collectivity)ঃ নিজস্বার্থ না কি গোষ্ঠী স্বার্থ? কর্তা কোন্‌টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেবে সেই দ্বন্দ্ব।

পারসন্‌স্‌-এর মতে, ক্রিয়া'র চারটি প্রেক্ষাপটের প্রতিটিতেই এই পরিবর্তনশীল ধরন (pattern variables) ধারণাটির প্রয়োগ করা চলে।

## ১১.৩.২ সামাজিক বিবর্তন (Evolution of Societies)

তাঁর প্রথম দিককার লেখায় পারসন্‌স্‌ প্রাচীন ও আধুনিক সমাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য নিরূপন করেছেন। পরবর্তীকালে সুসম্বদ্ধ উপায়ে তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক (sociocultural) পরিবর্তনের প্রধান পর্যায়গুলি সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করেন। তিনি তিনটি প্রধান পর্যায়ের উল্লেখ করেন, যথা ঃ প্রাচীন (primitive), মধ্যবর্তী (intermediate) ও আধুনিক (modern)। এই তিনটি মুখ্য পর্যায় ছাড়াও কয়েকটি পরিবর্তনের পর্যায়, অর্থাৎ দু'টি মূল পর্যায়ের মধ্যে একটা অন্তবর্তী পর্যায়ও বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতকের একরৈখিক বিবর্তনবাদীদের বিপরীতে পারসন্‌স্‌ আধুনিক সমাজের সাবালক আধুনিক সমাজের পূর্বে কোনও রকম প্রাক-বয়স্ক বৃদ্ধির দশার (pre-adult growth phase) অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নি। বিবর্তনকে তিনি বরং মানব সভ্যতার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি সাধারণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, কোনও জীবন্ত বা

সচল ব্যবস্থার (living system) অভিযোজনের বা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার বৃদ্ধিকেই ঐ ব্যবস্থার বিবর্তন বলে। বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অংশগুলি (কোন ব্যবস্থার) এমনভাবে পৃথক হয়ে পড়ে যে প্রতিটি অংশ আরো বেশী পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি অংশের উপযোগীতা বেড়ে যায়। পারসন্‌স্‌-এর সমাজপরিবর্তনের তত্ত্বকে, অতএব বিবর্তনবাদী উপযোগীতাবাদ (evolutionary functionalism) বলা চলে।

পারসন্‌স্‌-এর ত্রিস্তর সূত্রে সামাজিক বিবর্তনের দু'টি মূল, কিছুটা জটিলতর পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন। প্রথমত, প্রাচীন সমাজ থেকে মধ্যবর্তী সমাজে বিবর্তনের ক্ষেত্রে লিখনের (writing) সূচনা'র ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন আইনব্যবস্থার উদ্ভবের পাশাপাশি ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে (ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে) আধুনিক সমাজের উদ্ভব। পারসন্‌স-এর মতে, আধুনিকীকরণ (modernization) সংক্রান্ত আলোচনায় শিল্প বিপ্লবকে বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-বিশেষত এই প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক দিকটিকে। বরং সমগুরুত্বের তিনটি বিপ্লব এর ঘটনাকে আধুনিকীকরণের আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এগুলি হ'ল-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শিক্ষা বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব। এই প্রতিটি বিপ্লবই, তাঁর মতে, পরস্পর নির্ভরশীল আধুনিকীকরণ জীবনের বস্তুগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তি স্বাধীনতার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আধুনিকীকরণ অধিকাংশ মানুষকেই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করেছে, মানুষকে আরো উদ্বিগ্ন করেছে, নিত্য নতুন হতাশার সৃষ্টি করেছে। নৈতিকতার এক সংকট তৈরী হয়েছে আধুনিক সমাজে। প্রয়োজন নতুন ধরনের মানুষের, প্রয়োজন এক অভূতপর্ব নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোর।

পারসন্‌স্‌-এর উপযোগীতাবাদ ও বিবর্তনবাদ বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। রাল্‌ফ ডাহেরেনডর্ফ (Ralfp Dahrendorf), পিটিরিম সোরোকিন (P.Sorokin), আলভিন্‌ গুল্ডনার (Alvin Gouldner) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকেরা পারসনস্‌ এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ডাহেরেনডর্ফের মতে, পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্ব বড় বেশী বিমূর্ত (abstract) ও দর্শনতত্ত্ব ধর্মী বা পরম (Grand) তত্ত্ব। অধ্যাপক সোরোকিন এর মতে পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্বের কোন দৃষ্টিবাদী ভিত্তি (empirical reference) নেই। গুল্ডনার এর মতে সামগ্রিকতাকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে পারসন্‌স্‌ ব্যক্তিকে অবহেলা করেছেন। অন্যান্য উপযোগীতাবাদীদের মতো তিনিও দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আধিপত্য ইত্যাদি সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে অবহেলা করে ঐক্য, সংহতি ইত্যাদি বিষয়াদিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ধরনের বহু সমালোচনা সত্ত্বেও পারসন্‌স্‌ যে আমেরিকান সমাজতত্ত্বে বিংশ শতকের সর্বাধিক প্রভাবশালী পথ প্রদর্শক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

**অনুশীলনী ঃ ১**

১) পারসন্‌স্‌ এর মতে সামাজিক ক্রিয়ার চারটি প্রেক্ষাপট কি কি ?

.....

.....

.....

২) কিভাবে সামাজিক কাঠামো'র সৃষ্টি হয় ?

.....

.....

.....

## ১১.৪ রবার্ট কে মার্টন (Robert K Merton) (১৯১০- ) ঃ

ট্যালকট পারসন্‌স্‌ ও পিটিরিম সোরোকিন এর ছাত্র রবার্ট কে মার্টন আধুনিক সমাজতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। কাঠামো-উপযোগীতাবাদী (structural functionalism) তত্ত্বে পারসনস্‌-এর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হ'লেও বহুবিচারে মার্টনের অবদান অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে পারসন্‌স্‌ ও মার্টনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। পারসন্‌স্‌ বিমূর্ত, পরম তত্ত্ব রচনা করে গেছেন ; যেখানে মার্টন তুলনামূলক মূর্ত, সুনির্দ্দিষ্ট মধ্য-মান তত্ত্বের (middle range theories) প্রবক্তা, অন্যদিকে মার্টনের মধ্যে পারসন্‌স্‌ এর মতো ঘোরতর মার্ক্সবাদ বিরোধিতা ও লক্ষ্য করা যায় না।

সমাজতত্ত্বে মার্টনের অবদান নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল।

### ১১.৪.২ কাঠামো উপযোগীতাবাদ (Structural-Functionalism)

পারসন্‌স্‌-এর বিমূর্ত, পরম তত্ত্বকে তত্ত্ব না বলে বরং দার্শনিক বিন্যাস (Philosophical system) বলা উচিত বলে মনে করতেন মার্টন। সমাজতত্ত্বের এই ধরনের উচ্চমার্গী বিমূর্ত তত্ত্ব নিষ্ফলা। এর বিপরীতে নিম্নমার্গী দৃষ্টিবাদী (empirical) তত্ত্বও মার্টনের বিচারে ফলহীন। উচ্চ বা নিম্ন উভয়কেই বর্জন করে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং গড়ে তোলেন মধ্য-মান তত্ত্ব। যদি মধ্য-মান তত্ত্বও বিমূর্ত তথাপি তা' বাস্তব জগৎ বা দৃষ্টিবাদী জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত (পরম তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়), ফলে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। মধ্য-মান তত্ত্বে তত্ত্ব (theory) ও গবেষণা (research) উভয়ের সহাবস্থান দেখা যায়।

নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনস্কি (B.Malinowski) বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliff Brown) এর মতো চিন্তাবিদেরা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের যে তিনটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, মার্টন তার সমালোচনা করেন। প্রথমটি সমাজের উপযোগীতাবাদী বা ক্রিয়াবাদী ঐক্যের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও অভ্যাসসমূহ সামগ্রিক অর্থে সামাজের পক্ষে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উপযোগী বা কার্যকরী। এই নীতির মূল কথা-কোনও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকা আবশ্যিক। কিন্তু মার্টনের মত অনুযায়ী ক্ষুদ্র, সহজ, সরল প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হ'লেও বৃহত্তর, জটিল, আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় মৌলিক নীতি-সর্বজনীন (universal) উপযোগীতাবাদ। এই নীতি অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সমাজের পক্ষে উপকারী বা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। মার্টনের মতে, এই নীতিও বাস্তব সম্মত নয়। সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোই সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। বহু প্রথা, বিশ্বাস ও ধ্যান -ধারণা সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। যেমন, পারমাণবিক অস্ত্র প্রসারের এই যুগে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সমাজের পক্ষে উপকার তো নয়ই, চরম ক্ষতিকরও হ'তে পারে।

অবশ্য প্রয়োজনীয়তা-তৃতীয় নীতি। সমাজের সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিষয়গুলি যেহেতু সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা রয়েছে অতএব সমাজের পক্ষে সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় । অন্য কোনও সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়া বর্তমানে বিরাজমান বা ক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর কার্যকরী বা উপযোগী হ'তে পারে না। পারসন্স্-এর মতো মার্টনেরও এইখানেই আপত্তি। তাঁদের মতে, কোনও সমাজে বিভিন্ন রকম বিকল্প সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত মৌলিক নীতিগুলি (postulates) সমাজের অদৃষ্টিবাদী (nonempirical), বিমূর্ত তত্ত্ব কল্পনার ফল-বাস্তবসম্মত নয়-মার্টনের মুখ্য বক্তব্য ছিল এটাই। তাঁর মতে, তত্ত্বকে সর্বদাই দৃষ্টিবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করা উচিত।

মার্টনের মতে, ক্রিয়া বা উপযোগীতা (function) হ'ল সেই সমস্ত পরিলক্ষিত (observed consequences) ফলাফলসমূহ যেগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক (those observed consequences which make for the adaptation on adjustment of a given system)। কিন্তু কেবলমাত্র এই মানিয়ে নেওয়া বা অভিযোজনের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের মধ্যে এক ধরনের মতাদর্শগত ঝোঁক (ideological bias) কাজ করে-যেন এগুলি সমাজের পক্ষে কাঙ্খিত। তবে মনে রাখা দরকার যে, কোনও একটি সামাজিক ঘটনা অপর কোনও সামাজিক ঘটনার পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাবও বিস্তার করতে পারে। কিন্তু কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের ইতিহাসের প্রথম দিকে এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনও সচেতনতা ছিল না। এই অভাব পূরণের লক্ষ্যে মার্টন অপক্রিয়া (dysfunction)-র ধারণা গড়ে তোলেন। বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সমূহ যেমন একে অপরের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্টা থাকে তেমনি অনেক সময়ক্ষতিকারক প্রভাবও বিস্তার করে, ক্রিয়া'র পাশাপাশি অপক্রিয়ামূলক ভূমিকা বিরাজ করে। ক্রিয়া, অপক্রিয়া ছাড়াও মার্টন অনক্রিয়া'র (nonfunction) ধারণাও প্রবর্তন করেন। সেই সকল ক্রিয়া, যেগুলি কোন ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন, ভালোমন্দ কোনও প্রভাবই বিস্তার করে না সেগুলিকেই অনক্রিয়া বলা চলে। অনক্রিয়া'র কথা বাদ দিলে প্রশ্ন ওঠে ক্রিয়া ও অপক্রিয়া'র মধ্যে কোনটির পাল্লা ভারী ? উত্তর হিসাবে মার্টন মোদ্দা ভারসাম্য (net balance) এর ধারণা প্রচলন করেন। তবে প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, সমাজের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া, অপক্রিয়ার যোগ-বিয়োগ এর মাধ্যমে মোদ্দা ভারসাম্য নির্ণয় করার প্রচেষ্টা'র মধ্যে এক ধরনের অতি সরলীকরণের সমস্যা থেকে যায়।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে মার্টন "উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের বিভিন্ন স্তর" (levels of functional analysis)- এর কথা বলেন। উপযোগীতাবাদী বা ক্রিয়াবাদীরা মূলত সামগ্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু মার্টনের মতে, বিভিন্ন স্তরে এই আলোচনা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কোনও সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী- যে কোনটিই আলোচনার একক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সামগ্রিকতার পরিবর্তে কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্রতর কোনও বিষয় ও আলোচনার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হ'তে পারে।

উপযোগীতাবাদী আলোচনায় মার্টনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রকট (manifest) ও প্রচ্ছন্ন (latent) ক্রিয়া বা উপযোগীতা'র ধারণা। সংক্ষেপে, কাঙ্খিত ফলাফলগুলিকে প্রকট উপযোগীতা ও অনাকাঙ্খিত ফলাফলগুলিকে প্রচ্ছন্ন উপযোগীতা বলে। ক্রিয়ার কাঙ্খিত ফলাফলের বিষয়ে প্রত্যেকে অবগত থাকলেও সমাজতাত্ত্বিকের কাজ অনাকাঙ্খিত ফলাফলকে গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা। পিটার বার্জার (Peter L. Berger) একেই ভ্রান্তি মুক্তি (debunking) বলেছেন।

মার্টনের মতে, কোনও একটি বিষয় সামগ্রিক ব্যবস্থার বিচারে অপক্রিয়াশীল (dysfunctional) হলেও ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনও একটি অংশের বিচারে ক্রিয়াশীল (functional) হ'তে পারে। তাঁর মতে, সামাজিক কাঠামোর সকল বিষয়ই সামাজিক ব্যবস্থার জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের সমাজব্যবস্থার ক্ষতিকর কিছু অংশকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়। মার্টনের এই ধরনের মতামত ক্রিয়াবাদী তত্ত্বকে তার রক্ষণশীলতা-দোষ থেকে মুক্ত করেছে ও সমাজ পরিবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

মার্টনের ক্রিয়াবাদী বা উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ তাঁর " সামাজিক কাঠামো বিধিশূন্যতা (social structure and Anomie) তত্ত্ব। বিচ্যুত ব্যবহারের (deviant behaviour) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসের অনুসন্ধানও বিশ্লেষণ, এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। কিভাবে সামাজিক কাঠামোর চাপে সমাজে কিছু মানুষ মান্যতাকারী (confermise) না হয়ে অমান্যকারী (non confermist) হয়ে ওঠে তার অনুধাবনই ছিল এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বে উদ্দেশ্য (goal) ও মাধ্যম (means) এই দু'টি ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো সমাজে কিছু উদ্দেশ্যকে ও সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার উপায় বা মাধ্যম বা পথকে বিধিসম্মত বা গ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। উদ্দেশ্য ও পথের উপর নির্ভর করে পাঁচ ধরনের পরিস্থিতি বা পাঁচ রকমের অভিযোজন ঘটতে পারে। একটি স্থায়ী বা স্থিতিশীল সমাজে অধিকাংশ মানুষই উদ্দেশ্য ও পথ দু'টিকেই মেনে চলে। একে মান্যতার (confermity) পরিস্থিতি বলে। কিন্তু এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন মানুষ উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত পথ বা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়গুলিকে গ্রহণ করতে পারে ন। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উপায় বা পথের বদলে নতুন নতুন পথের আবিষ্কার করে। সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পরিস্থিতির নবপ্রবর্তনের (innovation) পরিস্থিতির। তৃতীয় অভিযোজনের পরিস্থিতির নাম আচারপরায়ণতা (ritualism)। এক্ষেত্রে মানুষ প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্যগুলির পরিবর্তে নতুনতর উদ্দেশ্য গ্রহণ করলেও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়গুলিকে মেনে চলে। একই পথে বা উপায়ে কোনও কাজ করে চলাই আচারপরায়ণতা। চতুর্থত, পশ্চাৎ-অপসারণ (retreatism), যখন সমাজের মূল সর্বজনকাঙ্খিত উদ্দেশ্যগুলি বা সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণের উপায়গুলি, কোনটিই গ্রহণযোগ্য হয় না তখন মানুষ পালিয়ে বাঁচে বা পশ্চাৎ অপসারণ (retreatism) করে। ভবঘুরে, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এমনকি শিল্পীদের মধ্যেও এই ধরনের অভিযোজন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের লক্ষ্য বা পথ দু'টিকেই বর্জন করে তার পরিবর্তে নতুন লক্ষ্য ও নতুন পথের দিশা দেখানো সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে-বিদ্রোহ বা বিপ্লবের (rebellion) পরিস্থিতির।

মার্টনের মতে, নিয়মহীনতা বা বিধিশূন্যতার (anomie) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে তখনই যখন মানুষ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান বিরাজ করার সুবাদেই কিছু মানুষ সামাজিক নিয়ম বা আদর্শ মেনে চলতে পারে না। ফলত, বিধিশূন্যতার মত অপক্রিয়া'র উদ্ভব ঘটে। এ প্রসঙ্গে মার্টনের মতামত সামাজিক স্তরবিন্যাস (stratification) তত্ত্বের বিরোধী। অন্যান্য উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিকদের তুলনায় মার্টনের প্রভেদ এখানেই যে, তিনি তাদের বিপরীতে সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন।

অধ্যাপক গাই রচারের (Guy Rocher) মতে, মার্টন উপযোগীতাবাদের একজন মুখ্য সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ক্রিয়া বা উপযোগীতার একটি দৃষ্টিবাদী ও কার্যকরী ধারণা প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের এক নমনীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রচার ম্যালিনস্কির পরম (absolute)

উপযোগীতাবাদের বিপরীতে মার্টনের এই নমনীয় উপযোগীতাবাদী তত্ত্বকে আপেক্ষিক (relative) উপযোগীতাবাদ নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ক্রিয়াবাদী (উপযোগীতাবাদী) তাত্ত্বিকদের অধিকাংশের মধ্যে মার্টনের এই আপেক্ষিক ক্রিয়াবাদের প্রভাবই অধিকতর লক্ষ্যণীয়। এই কারণেই উপযোগীতাবাদের সমর্থক ও বিরোধী উভয় পক্ষই উপযোগীতাবাদের আলোচনায় মার্টনের তত্ত্বকেই উক্ত তত্ত্বের মূল প্রতিনিধিত্বকারী বলে গণ্য করে।

**অনুশীলনী ঃ ২**

১) ট্যালকট পারসন্‌স্‌ ও রবার্টকে মার্টনের মধ্যে তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে কি কি মূল পার্থক্য রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

.....

.....

.....

২) মার্টনের মতে ক্রিয়া, অপক্রিয়া ও অনক্রিয়া ধারণাগুলির অর্থ নিরূপণ করুন।

.....

.....

.....

.....

৩) বিধিশূন্যতা তত্ত্বে বিবিধ অভিযোজনের রূপগুলি কি কি ?

.....

.....

## ১১.৫ সি. রাইট মিল্‌স্‌ (C. Wright Mills) (১৯১৬- ১৯৬২) ঃ

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে অন্যতম বিতর্কিত সমাজতাত্ত্বিক চার্লস রাইট মিল্‌স্‌ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধী, ক্ষণজন্মা এই সমাজতাত্ত্বিক খুব স্বাভাবিকভাবেই বহুল পঠিত এবং সমাজতত্ত্বে তাঁর অবদান সমসাময়িক বহু সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে যেমন প্রশংসাই তেমনি সমালোচিতও বটে। তিনি আধুনিক সমাজের একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন-যুক্তিহীন যৌক্তিকতা'র (rationality without reason) প্রবণতা। অর্থাৎ, মূলত অর্থহীন, অযৌক্তিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যৌক্তিক বা যুক্তিভিত্তিক পথ অবলম্বন করবার প্রবণতা। তিনি বর্তমান সময়কে আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক (post modern) পর্যায়ে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় একটি মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে গণ্য করেছেন। সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আশাবাদী হ'লেও আশু ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনি কিছুটা হতাশাবাদী ছিলেন। আধুনিক পশ্চিমী সমাজে, বিশেষত আমেরিকান সমাজে, এক "নৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য" (moral uneasiness) লক্ষ্য করেছেন।

বর্তমান সময়ের মূল সমস্যাটা হ'ল এই যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো যুক্তিবাদ (rationalism) এখন আর স্বাধীনতার জন্ম দিতে পারে না। তাঁর এই ধারণা বর্তমান পশ্চিমী দুনিয়ার প্রচলিত দু'টি মূল দার্শনিক ধারার কোনওটির সঙ্গেও মেলে না। প্রচলিত দু'টি দার্শনিক ধারাকেই (উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সবাদ) তিনি সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, উদারনীতিবাদ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক ও মার্ক্সবাদ বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যথেষ্ট নয়।

বর্তমান সমাজে স্বাধীন বুদ্ধিজীবিদের পরাজয়, মিল্‌স্‌-এর কাছে খুবই দুঃখজনক ছিল। অথচ বুদ্ধিজীবিরা এই সমাজে যথেষ্টই ক্ষমতাবান। বর্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ (এলিট, elite) ও সর্বসাধারণ (mass)- এই দু'টি অংশের ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্যের ধারণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বুদ্ধিজীবিদের পরাজয়ের ব্যাপারে মিল্‌স্‌-এর যাবতীয় দুশ্চিন্তা। এলিট ও জনসাধারণ প্রসঙ্গে মিল্‌স্‌ বলেন, এটা ঠিক যে, মানুষ নিজেই তার ইতিহাস গড়ে। কিন্তু এও ঠিক যে, সব মানুষ এই ইতিহাস গড়ার ব্যাপারে সমান স্বাধীনতা পায় না। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এলিটরা এ ব্যাপারে জনসাধারণের তুলনায় অধিকতর স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। এলিটদের মধ্যে রয়েছে তুলনামূলকভাবে মুক্ত স্বাধীন বুদ্ধিজীবিরা ; যদি তারা নৈতিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয় তবে অন্যরাও স্বাভাবিক ভাবে ব্যর্থ হবে। মিল্‌স্‌ এর মতে, আধুনিক সমাজে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে চলেছে।

পরাজয় বা ব্যর্থতার এই কারণ নিহিত রয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা যে সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন সেই চিন্তা-ভাবনার তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগত দুর্বলতায়। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দুর্বলতার তুলনায় পদ্ধতিগত দুর্বলতাই তাঁকে অধিকতর দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। মিল্‌স্‌ দৃষ্টিবাদী গবেষণার বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি নিজে বহু দৃষ্টিবাদী গবেষণার কাজ করে গেছেন। কিন্তু বিমূর্ত দৃষ্টিবাদে (abstracted empiricism) তাঁর আপত্তি ছিল।

মিল্‌স্‌ বৃহত্তর-সমাজতাত্ত্বিক (macrosociological) আলোচনায় কার্ল মার্ক্স ও ম্যাক্স হ্বেবারের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং ক্ষুদ্রতর-সমাজতাত্ত্বিক (microsocialogical) আলোচনায় বা সমাজমনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund freud) ও সমাজমনস্তাত্ত্বিক জর্জ হার্বার্ট মীড-এর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন. এই দুই এর মধ্যে মূলত মার্ক্স হ্বেবার কৃত মার্ক্সের মতবাদের দু'টি মূল পরিমার্জনকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, হ্বেবার মার্ক্সের অর্থনৈতিক-নির্ধারণতার (econimic determinism) বদলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত সামাজিক নির্ধারণতার কথা বলেন ও দ্বিতীয়ত, হ্বেবার সামাজিক অবস্থান (status) ও মর্যাদার (prestige) অন্তভুর্ক্তির মধ্য দিয়ে মার্ক্স প্রদত্ত শ্রেণী-ধারণার সংস্কার সাধন করেন।

সমাজতত্ত্বে মিল্‌স্‌-এর নানাবিধ অবদান রয়েছে। এখানে মূলত তিনটি মুখ্য অবদানকে সংক্ষেপে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করা হ'ল।

## ১১.৫.১ নব সমাজতত্ত্ব (New sociology)

সমসাময়িক সমাজতত্ত্বের মূলস্রোতের (mainstream) সীমাবদ্ধতা মিল্‌স্‌কে মানবতাবাদী সমাজতত্ত্বের (humanistic sociology) বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। মূল স্রোতের সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করা। নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হ'ল

সামাজিক সমস্যার সঠিক অনুধাবন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ করা। মিল্‌স্‌ সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিকদের (মূলত পেশাদারী সমাজতাত্ত্বিকদের) সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, তাঁরা তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের ভূমিকাকে অবহেলা করেন। সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিক বা গবেষণার মূল সমস্যার সৃষ্টি হয় পৃষ্ঠপোষকের দিক থেকে। গবেষণার কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। ফলত বহু ক্ষেত্রেই পৃষ্ঠাপোষকের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয় না। সমাজবিজ্ঞানে, অতএব, বাড়তে থাকে আমলাতান্ত্রিকতা। তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের তাঁদের কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল বা প্রভাবের ব্যাপারে সচেতন থাকতে বলেন। পাশাপাশি তিনি তাঁদের "বৌদ্ধিক কারিগর" (intellectual craftsman) হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছেন। বড় বড় গবেষক দলের বিপরীতে তিনি ব্যক্তি বা ছোট ছোট গোষ্ঠীর উদ্যোগে গবেষণা কার্যকেই বেশী পছন্দ করতেন ; কারণ এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও তজ্জনিত কোনও বাঁধা বা বিধিনিষেধ থাকে না ; ফলত, মুক্ত, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

## ১১.৫.২ ক্ষমতাবান এলিট (Power Elite)

মিল্‌স্‌-এর মতে, আমেরিকান সমাজে ক্ষমতা ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার ও সামরিক সংগঠনগুলির শীর্ষ স্থানাধিকারী ব্যক্তিবর্গ বা এলিটদের মধ্যে বিরাজ করে। এই প্রতিটি ক্ষেত্রের এলিটরা সম্মিলিতভাবে ক্ষমতাবান এলিট সম্প্রদায় গঠন করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উপরোক্ত তিনটি এলিট সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে গঠিত ক্ষমতাবান এলিটের অধীনস্থ থাকে। ক্ষমতাবান এলিটের উদ্ভব হয় প্রযুক্তি, আমলাতন্ত্রীকরন (bureaucratization) ও কেন্দ্রিকরণের (Centralization) দ্বারা। আধুনিক সমাজের ইতিহাস আসলে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণেরই কাহিনী। ক্ষমতাবান এলিট সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুবাদে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে সক্ষম হয়। কোন ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে নয়, সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় নিজেদের অবস্থানের কারণেই তারা ক্ষমতাবান। যেহেতু বর্তমান সমাজে কয়েকটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের দখলেই যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে সেই কারণেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা বিরাজ করে। ক্ষমতাবান এলিটের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে স্বার্থের সংঘাত হ'লেও এক সার্বিক ঐক্যের বাতাবরণে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এই ঐক্য দুটি কারণে বজায় থাকে বলে মিল্‌স্‌ মনে করেন। প্রথমত, তাদের একই ধরনের শ্রেণী অবস্থান, অর্থাৎ তারা সকলেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সদস্য। ফলত, বিত্ত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ-সমস্ত দিক থেকেই তাদের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা একই সভা-সমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাধারণ অনুভূতিকে (common feeling) টিকিয়ে রাখে।

মিল্‌স্‌-এর মতে, ক্ষমতাবান এলিটরা অনৈতিকতার দোষে দুষ্ট। ব্যক্তিগত দুর্নীতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়, প্রাতিষ্ঠানিক আমলাতন্ত্রের নৈতিক অসংবেদীতার (moral insensitivity) কারণেই তাদের মধ্যে অনৈতিকতা দোষ দেখা যায়। তাঁর মতে, ক্ষমতাবান এলিট সচেতন জনগণের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। সত্যিকারের গণতন্ত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষেরা জ্ঞানী-গুণী জনের (men of knowledge) প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সম্ভবত, জ্ঞানী-গুণীজন বলতে তিনি বুদ্ধিজীবিদের কথাই বলতে চেয়েছেন।

## ১১.৫.৩ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা (Sociological Imagination)

বিবিধ ব্যক্তির অন্তর্গত (আভ্যন্তরীণ) ও বহির্গত জীবনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা তার ধারককে (সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা প্রাণ ব্যক্তিকে) এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে বুঝতে বা অনুধাবন করতে সাহায্য করে। মানুষ কিভাবে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার গুরুভারে (Welter) নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ভ্রান্ত চেতনার (false consciousness) শিকার হয়ে পড়ে, অর্থাৎ নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতে থাকে- তা বুঝতে সাহায্য করে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা। মানুষ নিজেকে তার যুগের (সময়কাল) মধ্যে প্রোথিত করেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে বুঝতে পারে এবং তার ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারে বা পরিমাপ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মধ্য দিয়েই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুযোগ (চাওয়া-পাওয়া life chances) সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট সমাজে তার জীবন অতিবাহিত করে। শুধুমাত্র তার বেঁচে থাকার মধ্য দিয়েই বা জীবন কাঠানোর মধ্য দিয়ে সে ইতিহাস ও সমাজে, খুব সামান্য পরিমাণে হ'লেও, তার অবদান রেখে যায়, যদিও সে নিজেও ইতিহাস ও সমাজেরই ফসল। মিল্‌স্‌-এর মতে, সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা আমাদের ইতিহাস ও আত্মজীবনী বা জীবন-কথা (biography) ও উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে।

সমাজ প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা বা কল্পনা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিকেরা তিন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে চর্চা করেন। প্রথমত, এই সমাজের (উক্ত সমাজের) কাঠামোটি কেমন? এর বিভিন্ন অংশগুলি কি কি? তারা কিভাবে পরস্পর সম্পর্কিত? দ্বিতীয়ত, মানব ইতিহাসে এই সমাজের স্থান কোথায়? কিভাবে এই সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে? সামগ্রিক মানবতার ইতিহাসে এই সমাজের স্থান কোথায়? ইতিহাসের পথ বেয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে উঠেছে এই সমাজ। এই সময়ের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কি কি? অন্যান্য সময়ের সঙ্গে তার প্রভেদই বা কি? তৃতীয়ত, এই সময়ে ও এই সমাজে কি কি ধরনের পুরুষ ও মহিলা বিরাজমান? অন্যান্য কি কি ধরনের মানুষেরই বা আবির্ভাব ঘটতে চলেছে? বর্তমান সমাজের মানুষদের যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চরিত্র ও বিভিন্ন রকমের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার দ্বারা মানব প্রকৃতি' (human nature) সম্বন্ধে কি ধরনের ধারনা করা যাচ্ছে?

আলোচ্য বিষয়বস্তু কোনও বৃহদাকার রাষ্ট্র বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্ম, পরিবার বা কারাগার যাই হোক না কেন-দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষক (সমাজতাত্ত্বিক) এই সমস্ত প্রশ্নরই উত্তর খোঁজেন। মিল্‌স্‌-এর মতে, কল্পনা আসলে চিন্তায় এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে যাওয়ার ক্ষমতা-রাজনৈতিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক, একটি পরিবারের আয়-ব্যয়ের হিসেব থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ক (budget), তৈল শিল্প থেকে আধুনিক কবিতা-এক পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য এক পরিপ্রেক্ষিত।

সমাজতাত্ত্বিক কল্পনায় সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' (personal trouble) ও ব্যাষ্টিগত বা সমষ্টিগত 'সমস্যা'র (issue) মধ্যে পার্থক্যকরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ব্যক্তির অসুবিধা (the personal troubles of milieu) ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জনগণের সমস্যা (the public issues of social structure)। উদাহরণস্বরূপ বেকারত্বর কথা বলা যেতে পারে। এক কোটি মানুষের একটি মহানগরীতে যদি একজন লোক বেকার থাকে তবে সেটা তার ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' এবং তার দূর করতে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ঐ এক কোটি মানুষের মধ্যে যদি ১০ লক্ষ লোক বেকার থাকে তবে তা' একটি 'সমস্যা'। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তার সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। বেকারত্বের উদাহরণ ছাড়াও মিল্‌স্‌ এ প্রসঙ্গে যুদ্ধ, বিবাহ, নগর সমাজ ইত্যাদির উদাহরণ দিয়েছেন।

মিল্‌স্‌-এর মতে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলিকে বুঝতে গেলে আমাদের আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণে আকার আয়তনে বাড়তে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে জটিলতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে সেই পরিমাণেই কাঠামোগত পরিবর্তনের বিভিন্নতাও বাড়তে থাকে। সামাজিক কাঠামোর ধারণা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সুচারুরূপে তা' ব্যবহার করার অর্থই হ'ল বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারা। যে ব্যক্তি তা' করতে পারে সেই ব্যক্তিই সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার ধারক।

মিল্‌স্‌ সমাজতত্ত্বের আলোচনায় কারিগরী দক্ষতার তুলনায় সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি মানবতাবাদী ছিলেন সৎ ব্যক্তি ও বহু সৎ ব্যক্তির সমাহারে একটি সৎ সমাজ গড়ে তোলাই সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য বলে তিনি মনে করতেন। এবং তা' তখনই সম্ভব হবে যখন ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' ও সমষ্টিগত 'সমস্যা'র সম্পর্ক নিরূপণ করা যাবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অসুবিধা কি ভাবে সমষ্টিগত সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, তা বোঝা যাবে।

মার্ক্সবাদী তত্ত্বের বিরোধী মিল্‌স্‌ কিন্তু মার্ক্সবাদকে কর্মপন্থা (method of work) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি হ্বেবার কৃত পরিমার্জিত মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করলেও ধ্রুপদী উদারনৈতিক হ্বেবারের হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক আমেরিকান সমাজতত্ত্বের মূল্যবোধ-নিরপেক্ষতা আসলে একটি মতাদর্শগত মুখোশ। মূলত তিনি ছিলেন স্বপ্নকাল্পনিক (utopian) সমাজ সংস্কারক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই ভাল (good) সমাজ গড়ে তোলা যায় এবং এখনও ভালো সমাজ না তৈরী করতে পারাটা আসলে জ্ঞানী মানুষদেরই ত্রুটি।

**অনুশীলনী ঃ ৩**

১) নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

.....

.....

.....

২) ক্ষমতাবান এলিটের মুখ্য অংশীদার কারা?

.....

.....

.....

.....

৩) ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' ও সমষ্টিগত 'সমস্যা'র প্রভেদের একটি উদাহরণ দিন।

.....

.....

## ১১.৬ সারাংশ

এই এককে আমরা বিংশ শতাব্দীর তিনজন প্রথিতযশা আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই তিনজনের মধ্যে ট্যালকট পারসন্‌স্ ও রবার্ট কে মার্টন আধুনিক কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হ'লেও তৃতীয়জন, অর্থাৎ সি. রাইট মিল্‌স্ এই ঘরানার চিন্তাবিদ নন। পারসন্‌স্-এর সামাজিক বিন্যাসের কাঠামোগত ও উপযোগীতা আলোচনার পাশাপাশি কর্তার পাঁচ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা পরিবর্তনশীল ধরনের আলোচনাও করা হয়েছে। রক্ষণশীলতার দোষে অভিযুক্ত পারসন্‌স্ কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়েও তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

পারসন্‌স্-এর বিমূর্ত, অতিদার্শনিক পরম তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্টন মধ্যমান তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথম যুগের উপযোগীতাবাদী তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে ক্রিয়া, অপক্রিয়া, অনক্রিয়া, প্রকট ক্রিয়া ও প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া ইত্যাদি ধারণার প্রবর্তন করেন। বিধিশূন্যতার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তাঁর এই উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। সংক্ষিপ্ত অবসরে উপরোক্ত সমস্ত বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

পারসন্‌স্-মার্টন-এর মূলস্রোতের সমাজতত্ত্বের বিরুদ্ধে মিল্‌স্ নব সমাজতত্ত্ব প্রণয়ন করেন। পাশাপাশি ক্ষমতাবান এলিট প্রসঙ্গে তঁকে পূর্ববর্তী এলিট তাত্ত্বিক মস্কা-মিশেলস্-প্যারেটোর এলিট তত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে, যদিও মিল্‌স্-এর দৃষ্টিভঙ্গীর এলিট স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয় যখন তিনি ক্ষমতাবান এলিটদের অনৈতিকতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। আধুনিক সমাজে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকায় মিল্‌স্ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁদের যান্ত্রিকতা বর্জন করে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে আহ্বান জানান। নব সমাজতত্ত্ব ক্ষমতাবান এলিট তত্ত্বের পাশাপাশি মিল্‌স্-এর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার আলোচনাও করা হয়েছে এই এককে।

## ১১.৭ অনুশীলনী

**রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ**

১) ট্যালকট পারসন্‌স্-এর সামাজিকবিন্যাস তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২) রবার্ট কে. মার্টন-এর মধ্য-মান তত্ত্বটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৩) সি. রাইট মিল্‌স্-এর সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা ধারণাটি বর্ণনা করুন।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ**

১) ট্যালকট পারসন্‌স্-এর পরিবর্তনশীল ধরন পাঁচটির উল্লেখ করুন।

২) পারসন্‌স্-এর কাঠামো উপযোগিতাবাদী তত্ত্ব কি ভাবে সমালোচিত হয়েছে? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩) প্রচলিত কাঠামো-উপযোগীতাবাদী তত্ত্বের মার্টন কি কি সমালোচনা করেছেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

৪) সি. রাইট মিল্‌স্-এর মতে ক্ষমতাবান এলিট-এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকার মূল কারণগুলি কি কি?

**বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ**

শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

ক) ড্যাহেরেনডর্ফ এর মতে পারসন্‌স্‌-এর তত্ত্ব বড় বেশী———— (মূর্ত/বিমূর্ত)

খ) গোষ্ঠী নামক কাঠামোগত উপাদান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে———— কার্য সম্পূর্ণ করে। (লক্ষ্যপূরণ/অভিযোজন)

গ) সমাজতাত্ত্বিকের কাছে ———— কে গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। (প্রকট ক্রিয়া/প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া)

ঘ) সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে ———— দুর্বলতাই সি. রাইট মিল্‌স্‌-এর কাছে অধিকতর উদ্বেগজনক ছিল। (তত্ত্বগত / পদ্ধতিগত)।

## ১১.৮ উত্তরমালা

**অনুশীলনী ঃ ১**

(১) জৈবিক প্রেক্ষাপট, মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।

(২) পারসন্‌স্‌-এর মতে, প্রাতিষ্ঠানিকীরণ (institutionalization) ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক কাঠামোর।

**অনুশীলনী ঃ ২**

(১) পারসন্‌স্‌ বিমূর্ত, পরম তত্ত্ব রচনা করেছেন, যেখানে মার্টন তুলনামূলক মূর্ত, সুনির্দিষ্ট মধ্য-মান তত্ত্বের প্রবক্তা এবং মার্টনের মধ্যে পারসন্‌স্‌-এর মতো ঘোরতর মার্ক্সবাদ বিরোধিতা দেখা যায় না।

(২) মার্টনের মতে, ক্রিয়া (function) হ'ল সেই সমস্ত পরিলক্ষিত ফলাফল সমূহ (observed consequences) যেগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। অন্যদিকে, উক্ত পরিলক্ষিত ফলাফলসমূহ যদি অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, ব্যবস্থার বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তবে তাকে অপক্রিয়া (dysfunction) বলে।

অনক্রিয়া (nonfunction) হ'ল সেই সমস্ত ক্রিয়া, যেগুলি কোনও ব্যবস্থার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন-ভালো মন্দ, উপকারী-অপকারী-কোনও প্রভাবই বিস্তার করে না।

(৩) বিধিশূন্যতা তত্ত্বে মার্টন পাঁচ ধরনের অভিযোজনের কথা বলেন। সেগুলি হ'ল। (১) মান্যতা (confermity), (২) নবপ্রবর্তন (innovation), (৩) আচারপরায়ণতা (ritualism), (৪) পশ্চাৎ-অপসারণ (retreatism) ও (৫) বিদ্রোহ (rebellion)।

**অনুশীলনী ঃ ৩**

(১) সামাজিক সমস্যার সঠিক অনুধাবন এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কাজ

করাই অধ্যাপক সি. রাইট মিল্‌স্‌ প্রণীত নব সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকার ও সামরিক সংগঠনগুলির শীর্ষ স্থানাধিকারী ব্যক্তিবর্গ, মিল্‌স্‌-এর মতে, ক্ষমতাবান এলিটের মুখ্য অংশীদার।

(৩) এ প্রসঙ্গে বেকারত্ব'র ধারণার উল্লেখ করা যেতে পারে। এক কোটি মানুষের একটি মহানগরীতে যদি একজন লোক বেকার থাকে তবে সেটা তার ব্যক্তিগত 'অসুবিধা' এবং তা দূর করতে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া উচিৎ। কিন্তু ঐ এক কোটি মানুষের মধ্যে যদি বেকার সংখ্যা ১০ লক্ষ হয় তবে তা' একটি 'সমস্যা'। সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তার সমাধান খোঁজা উচিৎ।

**রচনাত্মক প্রশ্নাবলীঃ**

(১) ১১.৩.১ দেখুন

(২) ১১.৪.১ দেখুন।

(৩) ১১.৫.৩ দেখুন।

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ**

১) ক) আবেগ সর্বস্বতা বনাম আবেগহীনতা (affectivity versus affective neutrality)

খ) সুনির্দিষ্টতা বনাম পরিব্যাপ্ততা (specificity versus diffuseness)

গ) সর্বজনীনতা/সর্বব্যাপীতা বনাম বিশেষতা/স্বতন্ত্রতা (universalism versus particularism)

ঘ) আরোপ বনাম অর্জন (ascription versus achievement)

ঙ) আত্ম বনাম গোষ্ঠী (self versus collectivity)

২) ১১.৩ এর শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) ম্যালিনস্কি বা র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতো চিন্তাবিদেরা উপযোগীতাবাদী বিশ্লেষণের যে তিনটি মৌলিক নীতির কথা বলেছিলেন, মার্টন তার সমালোচনা করেন। প্রথম নীতি-উপযোগীতাবাদী ঐক্যের নীতি বা ক্রিয়াবাদী ঐক্যের নীতি। এই নীতি মূল কথা- কোনও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকা আবশ্যিক বা স্বাভাবিক। মার্টন মনে করেন যে, ক্ষুদ্র, সহজ, সরল, প্রাচীন সমাজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হ'লেও বৃহত্তম, জটিল আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তা' অপ্রযোজ্য। দ্বিতীয় নীতি-সর্বজনীন উপযোগীতাবাদ-সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির সমাজের পক্ষে উপকারী বা প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। মার্টনের মতে, এই নীতিও বাস্তব সম্মত নয়। বহু প্রথা, বিশ্বাস ধ্যান ধারণা সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা পালন করে না। তৃতীয়ত, অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগীতাবাদী অবশ্য প্রয়েজানীয়তা-সমাজের সকল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিষয়গুলির যেহেতু সমাজের পক্ষে উপকারী ভূমিকা রয়েছে অতএব সমাজের পক্ষে সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, বিকল্প সামাজিক কাঠামোর কল্পনা অবাস্তব। পারসন্‌স্‌-এর মতো মার্টন, ও মনে করেন, তা

ঠিক নয়। তাঁদের মতে, কোনও সমাজে বিভিন্ন রকম বিকল্প সামাজিক কাঠামো বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

(৪) ক্ষমতাবান এলিটের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে মূলত দু'টি কারণে ; প্রথমত, তাদের একই ধরনের শ্রেণী অবস্থান, অর্থাৎ তারা সকলেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর সদস্য। ফলত, বিত্ত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ-সমস্ত দিক থেকেই তাদের মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা একই সভাসমিতির সদস্য হওয়ার সুবাদে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্য দিয়ে নিজেদের সাধারণ অনুভূতিকে (common feeling) টিকিয়ে রাখে।

**বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নাবলী ঃ**

ক) বিমূর্ত ; খ) লক্ষ্যপূরণ ; গ) প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া ; ঘ) পদ্ধতিগত।

## ১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী


(১) Ritzer George : Classical Sociological Theory, New York, The McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.

(২) Coser, Lewis A.: Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Sociological Thought, Jaipur, Rawat Publications, 1996

(৩) International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 10 (1968), Vol. 18 (1979) New York and London, macmillan and the Free Press.

(৪) Rocher, Guy : A General Introduction to Sociology: A theoretical perspective, Calcutta, Academic Publishers, 1990

(৫) Giddens, Anthony : Human Societies: A Reader, Cambridge, Polity Press, 1992.